যুগান্তর

তারিখ ০৪ NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ক্লাস ফাঁকিতে উস্তাদ 'ক্ষমতাধর' শিক্ষক

হাসান আদিব, *রাবি*

'ফাঁকিবাজ' শিক্ষকদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ। বিভাগটিতে শিক্ষাবর্ষ ঠিকই শুরু হয়, কিন্তু মাসের পর মাস পেরোলেও কারিকুলাম মেনে ক্লাস হয় না। অধিকাংশ শিক্ষকই ১০০ নম্বরের কোর্স শেষ করেন ১০-১২টি ক্লাস নিয়ে। সেটাও আবার ৪৫ মিনিট স্থায়ী হয় না। যেখানে ৪৫ মিনিট স্থায়ী কমপক্ষে ৬০টি ক্লাস নেয়ার স্পষ্ট বিধান রয়েছে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ যেন ফাঁকিবাজ শিক্ষকদের অভয়ারণ্য!

তবে ক্লাস শেষ না হলেও নামমাত্র কোর্স শেষ করে তড়িঘড়ি পরীক্ষা নেয়ার ক্ষেত্রে বিভাগটি সিদ্ধহস্ত। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ— 'কম ক্লাস নিয়ে কোর্স শেষ করায় তত্ত্বীয় বিষয় নিজে থেকে পড়ে কিছু জানার উপায় থাকলেও সাংবাদিকতা বিষয়ে তেমন কিছুই শিখতে পারছেন না তারা।' তড়িঘড়ি পরীক্ষা নিলেও উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষকরা ফের সেই 'কোমায় যাওয়ার' মতো নীরবতা পালন করেন। ফলে পরীক্ষা শেষে ফল প্রকাশে বিলম্বের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। নিয়ম ৯০ দিনের মধ্যে হলেও ফল প্রকাশ হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ২০০ থেকে ২৫০ দিনে। অথচ সান্ধ্য কোর্সের ক্লাস ও ফল প্রকাশে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয় না। ফলাফলের হিসেবেও সান্ধ্য কোর্সের শিক্ষার্থীরা অনেক এগিয়ে।

বিভাগের ১৮ জন নিয়মিত শিক্ষকের মধ্যে ৬ জন রাজশাহীর দুটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে পার্টটাইম ক্লাস নেন। এর মধ্যে দু'জন সেখানে সাংবাদিকতা বিভাগের 'কো-অর্ডিনেটর' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নিজ বিভাগে নিয়ম মেনে ক্লাস না নিলেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রুটিন মিস করেন না তারা।

ক্লাস ফাঁকির দিক দিয়ে বিভাগে 'উস্তাদ'-এর ভূমিকায় রয়েছেন বিভাগে 'ক্ষমতাধর' শিক্ষক হিসেবে পরিচিত সহযোগী অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস। যিনি বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের (পিআইবি) সাবেক মহাপরিচালক। পিআইবিতে দায়িত্ব শেষে বিভাগে যোগ দেয়ার পর থেকে ক্লাসে অনিয়মিত তিনি। নিজ বিভাগে ক্লাসে চরম অমনোযোগী থাকলেও তিনি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বয়ক হিসেবে পরিচালনা করছেন সাংবাদিকতা বিভাগ। যেখানে রুটিন মেনে ক্লাস নেন। অথচ নিজ বিভাগের মাস্টার্স-১৭ ব্যাচের 'উচ্চতর রিপোর্টিং' কোর্সে চলতি শিক্ষাবর্ষে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত ১টি ক্লাস নেন। সেটিও ছিল পরিচিতিমূলক ক্লাস। ওই সময় পর্যন্ত কোর্সটির উপস্থিতির খাতায় কোনো ক্লাস নেয়ার হিসাব ছিল না। অথচ ওই ব্যাচের বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হবে ১৯ নভেম্বর। নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

ক্লাস ফাঁকিতে উস্তাদ 'ক্ষমতাধর' শিক্ষক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শুরুর এক মাস আগে কোর্স শেষ করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে এই প্রতিবেদক অনুসন্ধান শুরু করলে নড়েচড়ে বসেন তিনি। অল্প সময়ের নোটিশে ২০ অক্টোবর বছরের দ্বিতীয় ক্লাস নেন তিনি। পরে রাবির ভর্তি পরীক্ষার আগে শুক্র ও শনিবার বন্ধের দিনেও জোর করে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেন। ১ নভেম্বর কোর্সটিতে সব শিক্ষার্থীকে ২০টি করে ক্লাসে উপস্থিতি দেখিয়ে দায় এড়ানোর চেষ্টা করেন শিক্ষক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস। কোর্সটি মাস্টার্সের তিনটি আবশ্যিক কোর্সের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মাস্টার্সের কোর্সটি ছাড়া তৃতীয় বর্ষের আরও একটি কোর্স পড়ান। ১০০ নম্বরের ওই কোর্সে তিনি ক্লাস নিয়েছেন ৬টি।

দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস যুগান্তরকে বলেন, 'আমি পিএইচডি থিসিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রথমদিকে ক্লাস নিতে পারিনি। পরবর্তীকালে থিসিস পেপার নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অভিযোগ ওঠার পর ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সামনে দাঁড়ানোর বিষয়টি আমাকে বিব্রত করছিল। পরে বেশ কিছু ক্লাস নিয়েছি, চেষ্টা করেছি তাদের কোর্স কারিকুলামের বিষয়গুলো বোঝাতে।'

ফাঁকিবাজির মিছিলে আরও যারা : ক্লাস ফাঁকির মিছিলে আরও রয়েছেন সহযোগী অধ্যাপক সেলিম রেজা নিউটন, আবদুল্লাহ আল মামুন, ড. মুসতাক আহমেদসহ আরও কয়েকজন শিক্ষক। তারা নিয়মের ব্যত্যয় করে ১০০ নম্বরের কোর্সে ৬০টি ক্লাসের স্থলে ৯-১০টি ক্লাস নিয়ে কোর্স শেষ করছেন। চলতি বছর সেলিম রেজা নিউটন ২০৬, ৩০৬ এবং ৪০১ কোর্স পড়িয়েছেন। হাজিরা খাতা ব্যবহারে 'অনীহা' দেখিয়ে তিনি উপস্থিতির হিসাব রাখেননি। তবে শিক্ষার্থীদের হিসাব মতে, তিনটি কোর্সে তিনি যথাক্রমে ৯টি, ৮টি ও ৯টি ক্লাস নিয়েছেন।

আবদুল্লাহ আল মামুন ১০০ নম্বরের আবশ্যিক কোর্স পড়িয়েছেন একটি। চতুর্থ বর্ষের ৪০২ কোর্সে তিনি ক্লাস নিয়েছেন ৯টি। ড. মুসতাক আহমেদ ৪০৫ নম্বর কোর্সে ক্লাস নিয়েছেন ১২টি, ১০১ কোর্সে তিনি ক্লাস নিয়েছেন ১৪টি। যদিও উপস্থিতির খাতায় বাড়িয়ে তা ১৮টি দেখিয়েছেন এ শিক্ষক। প্রভাষক আবদুল্লাহিল বাকী ১০০ নম্বরের ১০৩ কোর্স শেষ করেছেন ৮টি ক্লাস নিয়ে।

এছাড়া সহযোগী অধ্যাপক খাদেমুল ইসলাম, মশিহুর রহমান, শাতিল সিরাজ মোজাম্মেল হোসেন বকুল, মাহবুবুর রহমান রাসেল, সাইফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক মাহাবুর রহমান অনিন্দ্য, আমেনা খাতুন, দিল আফরোজ শিমু, প্রভাষক মামুন আ. কাইয়ুম, সোমা দেব ও আবদুল্লাহিল বাকি; প্রত্যেকে ১০০ নম্বরের কোর্সে গড়ে মাত্র ২০-২৫টি ক্লাস নিয়েছেন। চলতি বছরে বিভাগটিতে সর্বোচ্চ ক্লাস নিয়েছেন সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে। তিনি ১০০ নম্বরের ১০৬ কোর্সে ৪৩টি এবং মাস্টার্সের ৫০ নম্বরের একটি কোর্সে ২৪টি ক্লাস নিয়েছেন। এরপর তুলনামূলক বেশি ক্লাস নিয়েছেন একজন অতিথি শিক্ষক। এছাড়া বিভাগের অন্য কোনো শিক্ষক নিয়ম মেনে ক্লাস তো দূরে থাক, নিয়মের ধারে-কাছেও যাননি।

সহযোগী অধ্যাপক সেলিম রেজা নিউটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও পাওয়া যায়নি। ৩১ অক্টোবর থেকে পরপর তিন দিন বিভাগে গিয়েও তার দেখা মেলেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়েরিতে থাকা তার মোবাইল ফোন নম্বরে কল দেয়া হলেও সংযোগ পাওয়া যায়নি। অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বললে তারা কম ক্লাস নেয়াকে নিয়মের ব্যত্যয় বলে মানতে নারাজ। তাদের দাবি— 'কোর্স শেষ করতে যতটা প্রয়োজন, ততটা নিলেই হল।'

সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফয়জার রহমান বলেন, 'অনুষদের বিভাগগুলোয় ১০০ নম্বরের কোর্সে ৪৫ মিনিট স্থায়ী কমপক্ষে ৬০টি ক্লাস নেয়ার নিয়ম রয়েছে। নিজ নিজ বিভাগের সভাপতি, পরীক্ষা কমিটি ও একাডেমিক কমিটি বিষয়টি দেখভাল করে।'

বিভাগের সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে বলেন, 'দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস স্যার ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। তিনি ক্লাস শুরু করতে দেরি করেছেন। অন্যদের বিষয়ে আমি অবগত নই। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

ভিসি অধ্যাপক ড. এম আবদুস সোবহান বলেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে আমার কাছে কেউ অভিযোগ করেনি, কেউ জানায়নি। যদি এমনটি হয়ে থাকে, তবে তা সত্যিই দুঃখজনক। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'